ঝিনাইদহে সামাজিক বিরোধের জেরে পিটিয়ে জখম, থানায় মামলা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সুরাট ইউনিয়নের সামাজিক বিরোধের জেরে ঝিনাইদহ শহরে একা পেয়ে মোঃ শাকিল হোসেন (২৩) কে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষরা।

এ ব্যাপারে আহতের ভাই বাদি হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ৭/৮ জন অজ্ঞাত নামাকে আসামী করে ঝিনাইদহ সদর থানায় এজাহার দায়ে করেছেন।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শহরের প্রিন্স হাসপাতালে পশ্চিম পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর এই ঘটনা ঘটে।

এ ব্যাপারে ভিকটিমের ভাই সদর উপজেলার লাউদিয়া গ্রামের আবু জাফর লস্করের ছেলে গোলাম কিবরিয়া লস্কর বাদি হয়ে সুরাট ইউনিয়নের পূর্ব কৃষ্ণপুর গ্রামের মো: আশরাফ হোসেন (৪৪), পিতা- লোকমান মন্ডল ও কল্যানপুর গ্রামের এনামূল (৩৮), পিতা-ইব্রাহিম, নাজমুল (২৮), পিতা- শহিদুল ইসলাম, আশিক (৩০), পিতা-মকলেছসহ অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দায়ের করেণ। গোলাম কিবরিয়া লস্কর এজাহারে উল্লেখ করেন ১০ ফেব্রুয়ারী সকালে আমার আপন ভাই মোঃ শাকিল হোসেন (২৩) ও বাকের আলী (৪২) ও সাইফুল (৩২), পিতা- শহিদুল ইসলাম ঝিনাইদহ শহর হতে বাজার সওদা করে জনৈক মিলন হোসেন এর ভ্যান যোগে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা করে সকাল অনুমান সাড়ে ১১ সময় ঝিনাইদহ হামদহ প্রিন্স হাসপাতালের পশ্চিম পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর পৌছানো মাত্রই সামাজিক বিরোধের কারনে পূর্ব থেকে রাস্তার পার্শ্বে ওৎ পেতে থাকা উল্লেখিত আসামীগন সহ অজ্ঞাতনামা আসামী পরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে হাতে দেশীয় তৈরী মারাত্নক অস্ত্র-শস্ত্র সহকারে আমার ভাই ও তার সঙ্গে থাকা বারেক আলী এবং সাইফুলকে গতিরোধ করে।

তখন অবস্থার বেগতিক দেখে আমার ভাই শাকিল ভ্যানের উপর থেকে নেমে দৌড় দিলে আসামীরা পিছন ধাওয়া করে পুলিশ লাইনপাড়স্থ জনৈক হাফিজ উকিল এর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর আমার ভাই শাকিলকে ধরে ফেলে ১নং আসামী আশরাফ হোসেন খুন করার হুকুম দিয়ে সে নিজে তার হাতে থাকা থাকা ধারালো রাম-দা দিয়ে খুনের উদ্দেশ্যে আমার ভাই সাকিল এর মাথা লক্ষ্য করে সজোরে কোপ মারে। মাথা নিচু করে ডান দিয়ে

সরিয়ে নিলে কোপটি আমার ভাই শাকিলের বাম কাধের উপর লেগে গুরুতর জখম হয়। এভাবে সকল আসামী ধারালো চাপাতী, লাঠি ও লোহার রড দিয়ে খুনের উদ্দেশ্যে মাথার উপরে এলোপাথাড়ী কোপ মেরে কাটা রক্তাক্ত জখম করে। এভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত জখম করে। তখন তার সঙ্গে থাকা, বাকের আলীম সাইফুল ও ভ্যান চালক মিলন হোসেন ঠেকাতে গেলে আসামীরা তাদেরকেও মারপিট করে জখম করে। এছাড়াও এজাহারে আরও উল্লেক করেন, আসামী এনামূল তার জখমী ভাইয়ের গলা থেকে ৮ আনা ওজনের একটি স্বর্নের চেইন ও কিছু নগদ টাকা নিয়ে নেয়। আহতদের ডাক চিৎকারে অনেকেই ছুটে এলে আসামীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আহত শাকিল কে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে। এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

এ ঘটনায় সুরাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আশরাফ হোসেন বলেন আমি এই ঘটনার কিছুই জানিনা, এসব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এবিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীন উদ্দিন জানান এব্যাপারে একটি অভিযোগ পেয়েছি, আমারা তদন্দ করে ব্যবস্থা নিবো।

কোটচাঁদপুরে ৩ জনের নামে পৃথক ৩ টি চিরকুটে চাঁদা দাবি

কোটচাঁদপুরে ৩ জনের নামে পৃথক ৩ টি চিরকুটে চাঁদা দাবি করেছেন দূর্বৃত্তরা। গত ৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এ চিরকুট দেখতে পান ভুক্তভোগীরা। ওই ঘটনায় রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে আজ শুক্রবার (৯ ই ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় থানায় অভিযোগ করেছেন।

ভুক্তভোগী রবিউল ইসলাম বলেন,৭ তারিখ সকাল ৮.৩০ মিনিট। ওই সময় আমার ছেলের বউ সোনিয়া খাতুন বাড়ির উঠানে কাজ করার সময় ভ্যানের উপর ভাজ করা প্রথম চিঠি দেখতে পান। তাতে আমার কাছে ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। চাঁদা না পেলে প্রাণ নাশের হুমকিও দেয়া হয় ওই চিঠিতে। পাশে আবুল কাশেমের বাড়ির ছাদে কাপড় মেলতে যান সোনিয়া খাতুন। ওখানেও একইভাবে ভাজ করা চিরকুট দেখতে পান। ওই চিরকুটে

আবুল কাশেমের কাছে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়।

ওইদিন জাকির হোসেন ওরফে সুমনের মা রুবিনা খাতুন নিজ ছাদে একই রকম কাগজে লেখা চিরকুট পান। ওই চিরকুটে সুমনের কাছে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। ওই চিঠিতে লেখা ছিল আগামী ২০ তারিখের মধ্যে ওই চাঁদার টাকা পরিশোধ করার কথা। তবে কোথায় কখন এ টাকা দিতে হবে, তা পরবর্তী চিঠি দিয়ে জানানো হবে বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন দূর্বৃত্তরা।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী আবুল কাশেম বলেন,আমার সঙ্গে কারোর কোন শত্রুতা নাই। তবে কে কেন এ ধরনের চিঠি দিল বুঝতে পারছিনা।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,অভিযোগ পেয়েছি। তবে এটা তেমন কোন চাঁদা চাওয়ার মত ঘটনা না। নিজের ছেলে সহ আরো কয়েক জন ছাদে খেলা করেন। এটা ওই ধরনের ছেলেরা করতে পারে। কারণ এটা খুব কাঁচা হাতের লেখা। চিঠি পড়ে তেমন মনে হয়েছে। রাতে ঘটনাস্থলে যাব। দেখি প্রকৃত পক্ষে কি ঘটেছে।

ঝিনাইদহে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস পালিত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বাংলা ইশারা ভাষা দিবস পালিত হয়েছে। “বাংলা ইশারা ভাষার প্রসার করি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গতকাল বৃহস্পতিবার (৯ ফেব্রুয়ারী) বিকেলে শৈলকুপা উপজেলার সারুটিয়া ইউনিয়নের ভাটবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিফ চিলড্রেন ওয়ার্ল্ডওয়াইড এর অর্থায়নে সেন্ট্রাল ফর ডিসেবলড এন ডেভেলপমেন্টর এর কারিগরি সহযোগতিায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঝিনাইদহের এইড ফাউন্ডেশনের স্মাইল প্রকল্প।

এইড ফাউন্ডেশনের প্রতিবন্ধী শিশু পুনর্বাসন কর্মসূচির সহকারি পরিচালক সুরাইয়া পারভীন’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

ছিলেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস কাঞ্চন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্বাবধান করেন স্মাইল প্রকল্পের এ্যাডভোকেসী ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ডকুমেন্টশন অফিসার আয়াতুল্লাহ।

দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত ইশারা ভাষায় ইন্টারপেট করা, ইশারা ভাষার সেশন, আলোচনা সভা, বাংলা ইশারা ভাষা দিবসের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে স্বাক্ষরতা ক্যাম্পেইন ও হাতের ছাপ নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের আওতাভূক্ত শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু, অভিভাবক, সুশীল সমাজসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ যুবলীগ নেতা বিপ্লবের মোটরসাইকেল শো-ডাউন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের বার্তা ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বাসীর মাঝে তুলে ধরতে মোটরসাইকেল শো-ডাউন করেছেন যুবলীগ নেতা নুরে-এ আলম বিপ্লব।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের পানি উন্নয়ন বোর্ড এলাকা থেকে কয়েক’শ আওয়ামী লীগ, যুবলীগের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে তিনি শো- ডাউন শুরু করেন। সেখান থেকে শহরের বিভিন্ন স্থান ও সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করেন তিনি। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে পথসভা অংশ নেয়।

সেসময় বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান তুলে ধরেন তিনি। সেই সাথে আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন নুরে-এ আলম বিপ্লব।

কোটচাঁদপুরে গ্রাহকের প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা হাতিয়ে নিলো,৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান

৪ বছরে কোটচাঁদপুর থেকে গ্রাহকের ১২ কোটি ৪২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন,৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যার মধ্যে রয়েছে আল – আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের আউটলেট,ব্যাংক এশিয়া’র আউটলেট ও আজিজ কো- অপারেটিভ কর্মাস এন্ড ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড। ওই ঘটনায় আদালতে মামলা হলেও মূল হোতারা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। গ্রাহকররা ফেরত পাননি ব্যাংকে লগ্নি করা টাকা। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি ভুক্তভোগীদের।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,গেল ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কোটচাঁদপুরে আল – আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের আউটলেটের শাখা খোলা হয়। এই আউটলেট শাখার দ্বায়িত্বে ছিলেন,আহসানগীর (সাবলু)। অল্প দিনেই ব্যাংকের সু-নাম ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

সেই সুযোগে ব্যাংকের গ্রাহকদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলেন (সাবলু)। অধিক মুনাফার প্রলোভন দেখান গ্রাহকদের। ওই সময় ১৩ জন গ্রাহকের কাছ থেকে পৃথক স্ট্যাম্প করে হাতিয়ে নেন ১১ কোটি টাকা। এ ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর গা ঢাকা দেন আহসানগীর (সাবলু)।

ওই ঘটনায় গ্রাহকদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গার ভূট্রো নামের এক যুবক ও কোটচাঁদপুরের আল- আমিন আদালত মামলা করেছেন। গ্রাহক ভূট্রোর মামলায় আদালতে সাজাও হয়েছে আহসানগীরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভুক্তভোগী আল-আমিন।

তিনি বলেন, আহসানগীরের কথামত সরল বিশ্বাসে আমি ব্যাংকে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা দিয়ে ছিলাম। চুয়াডাঙ্গার ভুট্টো নামের আরেক গ্রাহক দিয়ে ছিল ৩০ লাখ। এ ভাবে তিনি ১৩ জন গ্রাহকের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন ১১ কোটি টাকা। যার মধ্যে ভূট্রো ও আমি আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছি। এরমধ্যে ভূট্রোর মামলায় সাজাও হয়েছে সাবলুর।

সে মহেশপুর উপজেলার কাকিলা দাড়ি গ্রামের আমিনুর রহমান ছেলে। এরপর ২০১৯ সালে ব্যাংক এশিয়া’র আউটলেট খোলা হয় কোটচাঁদপুরে। ওই সময়

ব্যাংকের দায়িত্বে ছিলেন কোটচাঁদপুর শহরের মৃত কাওসার মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলাম। এরপর ২০২১ সালের ব্যাংকের দায়িত্ব নেন তাঁর বড় ভাই জেলা পরিষদের সদস্য রাজিবুল কবির (রাজিব)। ওই সময় তাঁর অনুরোধে কোটচাঁদপুর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের কুয়েত প্রবাসী রোকনুজ্জামান মাসিক মুনাফা সঞ্চায়ী হিসাব খোলা হয়। যার হিসাব নাম্বার ১০৮২৭৪৪০০০০০৮,১০৮২৭৪৪০০০০০৯। পরে ওই হিসাব নাম্বারে ৪০ লাখ ও ১০ লাখ টাকা রাখা হয়। ওই গ্রাহককে বলা হয়েছিল জমাকৃত টাকার প্রতি মাসে ৩৫ হাজার টাকা লভ্যাংশ দেবেন ব্যাংক।

সে অনুযায়ী হিসাব নাম্বার গুলিতে ৩ বছরে লভ্যাংশ ও মূলধনসহ প্রায় ৬৩ লাখ টাকা জমা হওয়ার কথা।অথচ ২০২৩ সালের জুলাই মাসে দেশে ফিরে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গিয়ে জানতে পারি প্রবাসে থাকা অবস্থায় তার ব্যাংকের ৩ টি হিসাব নাম্বারের টাকা গায়েব হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে ভূক্তভোগী রোকনুজ্জামান (রোকন) এজেণ্ট ব্যাংকিং ডিভিশন,ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ঢাকা,ব্যাংক এশিয়া ঝিনাইদহ শাখা ও বাংলাদেশ ব্যাংকে অভিযোগ দাখিল করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

রোকন বলেন,গেল ২০ বছর ধরে কুয়েতে ছিলাম। ২০১৯ সালে দেশে এসে কোটচাঁদপুর ব্যাংক এশিয়া এজেণ্ট ব্যাংকে একটি সঞ্চায়ী হিসাব খুলে লেনদেন করেছিল। যার হিসাব নং-১০৮৩৪৪৪০০৬১০৬। এ সময় এজেণ্ট ব্যাংকিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন কোটচাঁদপুর শহরের মৃত কাওসার মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলাম। ২০২০ সালের ২ মার্চে ব্যাংক এশিয়ার এজেণ্ট আউটলেটে আরো দুইটি মাসিক মুনাফা সঞ্চায়ী হিসাব খোলা হয়। হিসাব নং- ১০৮২৭৪৪০০০০০৮,১০৮২৭৪৪০০০০০৯। পরে ওই হিসাব নাম্বারে ৪০ লাখ ও ১০ লাখ টাকা রাখা হয়।

আমাকে বলা হয়েছিল জমাকৃত টাকার প্রতি মাসে ৩৫ হাজার টাকা লভ্যাংশ দেবেন ব্যাংক। সে অনুযায়ী হিসাব নাম্বার গুলিতে ৩ বছরে লভ্যাংশ ও মূলধনসহ প্রায় ৬৩ লাখ টাকা জমা হওয়ার কথা। রাজিবুল ইসলাম কোটচাঁদপুরের জগদীশপুর গ্রামের মৃত কাওসার আলীর ছেলে।

এর আগে ২০২০ সালে কোটচাঁদপুরে আজিজ কো-অপারেটিভ কর্মাস এন্ড ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড ৩৭ জন গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় ৭৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে কর্তৃপক্ষ উধাও হয়ে যান। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর গ্রাহকরা টাকা ফেরতের দাবীতে ওই সময় মানববন্ধন সহ বিভিন্ন কর্মসূচীও পালন করেন।

এ ভাবে গেল ৪ বছরে কোটচাঁদপুর থেকে গ্রাহকের ১২ কোটি ৪২ লাখ

টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন,৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ওই ঘটনায় আদালতে মামলা ও হোতারা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। গ্রাহকরা ফেরত পাননি ব্যাংকে লগ্নি করা টাকা।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নিকট তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

কোটচাঁদপুরে বাল্যবিবাহের আয়োজন, ছেলের বাবাকে জরিমানা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাল্যবিবাহের আয়োজন করায় ছেলের বাবা কে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাতে এ অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, কালীগঞ্জ উপজেলার কোলাবাজার ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী শ্রী দুলাল কুমার দাসের মেয়ে শ্রাবন্তী দাস (১৪) কে কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের ভোমরাডাঙ্গা গ্রামের দাস পাড়ার শ্রী মদন কুমার দাসের বাড়িতে ছেলে আকাশ কুমার দাস (১৯) এর সাথে বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে অভিভাবকরা। তখন গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ভ্রম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন।

এ সময় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০১৭/৮ ধরায় ছেলের বাবা শ্রী মদন কুমার দাস কে (২৫) হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সে সময় মেয়েকে তার বাবা দুলাল কুমার দাসের কাছে বুঝিয়ে দেন। ছেলে, মেয়ে ও তাদের পিতামাতা এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে মেয়ের বয়স ১৮ ও ছেলের বয়স ২১ বছর পূর্ণ না হওয়া মেয়ে তার বাবা বাড়িতে থাকবে, মেয়েকে পড়াশুনা করার জন্য নিয়মিত স্কুলে পাঠাবে এবং ছেলের সাথে যোগাযোগ করবে না।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

শিলা বেগম, লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির আই সি উপপরিদর্শক এস আই মিজান, উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা সহ পুলিশের একটি চৌকস দল উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সদস্য রাজিব ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উটজেলায় ব্যাংক এশিয়ার এজেণ্ট ব্যাংকিং থেকে এক প্রবাসি’র ৬৩ লাখ টাকা আৎসাত করার ঘটনায় কোটচাদপুর থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) কোটচাঁদপুর থানায় ব্যাংক এশিয়ার ঝিনাইদহ এজেণ্ট ব্যাংকিংয়ের সিনিয়র রিলেশনসীপ অফিসার ও শাখা ব্যবস্থাপক নুরুন্নবী বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন কোটচাঁদপুর উপজেলার জগদীশপুর গ্রামের মৃত কওসার আলী মণ্ডলের ছেলে ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ সদস্য রাজিবুল কবির রাজিব তার ভাই মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার দিনব্যাপী ঢাকা থেকে আসা তদন্ত দলের দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ব্যাংকটির ঝিনাইদহ শাখায় এ সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই বাছাই করেন। ব্যাংক এশিয়ার ঝিনাইদহ শাখার ম্যানেজার সাইফুর রহমান জানান, ঢাকার তদন্ত দল নিবিড় ভাবে বিষয়টি তদন্ত করে কোটচাঁদপুর এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের অনেক গ্রাহকের টাকা লোপাট করার তথ্য পান এবং টাকা উদ্ধারের স্বার্থে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন।

কোটচাঁদপুর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের কুয়েত প্রবাসী রোকনুজ্জামান রোকনের সঞ্চয়ী হিসাব নং-১০৮৩৪৪৪০০৬১০৬ এবং মুনাফা সঞ্চায়ী দুটি হিসাব নং-১০৮২৭৪৪০০০০০৮ ও ১০৮২৭৪৪০০০০০৯ থেকে প্রায় ৬৩ লাখ টাকা গায়েব করেন রাজিব । বিষয়টি নিয়ে রোকনুজ্জামান ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকের সাবেক এজেন্ট মনিরুল ইসলাম

(বর্তমান ঝিনাইদহ ডাচ বাংলা ব্যাংকে কর্মরত) ও পরবর্তী এজেণ্ট তার ভাই রাজিবুল কবিরের বিরুদ্ধে এজেণ্ট ব্যাংকিং ডিভিশন, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ঢাকা, ব্যাংক এশিয়া ঝিনাইদহ শাখা ও বাংলাদেশ ব্যাংকে লিখিত অভিযোগ করলে বিষয়টি তদন্ত করে টাকা লোপাটের বিষয়টি ধরা পড়ে।

মামলার বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন জানান, ঝিনাইদহ ব্যাং এশিয়ার এজেণ্ট ব্যাংকিংয়ের সিনিয়র অফিসার ও শাখা ব্যবস্থাপক নুরুন্নবী বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন। মামলায় দুইজনকে আসামী করা হয়েছে। অভিযোগ গ্রহণের পর পুলিশ তদন্ত করে দাষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।

ঝিনাইদহে পৃথক ঘটনায় ৪ জনের আত্ম*হত্যা

ঝিনাইদহে পৃথক ঘটনায় একই দিনে ৪ জন আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে একজন বিষপানে ও তিনজন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে।

আত্মহত্যাকারীরা হলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের বিষয়খালী গ্রামের জলিল মন্ডলের ছেলে শমসের আলী(৬০), মহেশপুর উপজেলার মাটিলা বাগান পাড়ার মৃত হাবিবুর মন্ডলের ছেলে ওছমান মন্ডল(৪২) ও একই উপজেলার যুগিরহুদা গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে ইউছুপ আলী (৪২) ও শৈলকুপার পৌর এলাকার মুকুল চন্দ্র বাইনের ছেলে বিপ্লব বাইন (২২), পৃথক ৪টি ঘটনায় আত্মহত্যার খবর পেয়ে পুলিশ তাদের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

গতকাল মঙ্গলবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। পারিবারিক কলহের কারণে এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক এবং পুলিশ সূত্রে জানাগেছে,

মঙ্গলবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা, মহেশপুর ও শৈলকুপায় পৃথক ঘটনায় ১জন বিষপান ও ৩জন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে এবং তাদের লাশ ময়না তদন্ত শেষে তাদের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তানÍর করা হয়েছে। এঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় পৃথক ৪টি ইউডি মামলা হয়েছে।

ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিলুপ্ত গ্রামীণ খেলা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে শেফালী আমিন ফাউন্ডেশনের আয়োজন দিনভর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নানা রকম খেলার প্রতিযোগিতা।

বড় একটি বৃত্তের মধ্যে দাড়িয়ে আছে ৭ জন শিক্ষার্থী। তাদের থেকে একটু দুরে আরেটি বৃত্তে পৌঁছাতে হবে নির্ধারিত এক শিক্ষার্থীকে। কিন্তু তাকে বাঁধ সাধছে প্রতিপক্ষ আরও ৭ জন শিক্ষার্থী। বৃত্তের ভেতর অবস্থানকারী দলের একজন করে চি দিয়ে বৃত্তের বাইরের দলের সদস্যদের তাড়া করছে। প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে সে আউট হবে। এর মাঝে নির্ধারিত শিক্ষার্থী দুরের বৃত্তে পৌঁছাতে পারলে হবে একটি গেম। যার নাম বৌচি খেলা। অপরদিকে চলছে স্লো সাইকেল রেচ। যাতে অংশ নেয় অর্ধশত শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ অতিথিরা। নির্ধারিত দুরুত্বে সাইকেল থেকে পা না নামিয়ে সবার শেষে যেতে পারলে সে হচ্ছে প্রথম।

এমনই গ্রামীণ সব খেলার আয়োজন হয়ে গেলো ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের পারদখলপুর কলিম উদ্দিন বিশ্বাম একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। দিনভর এমন আয়োজনে অংশ নেয় শত শত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা।

প্রায় হারিয়ে যাওয়া গাদন বা গাদি খেলায় অংশ নেয় শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী। সিনিয়র জুনিয়র দু’গ্রুপে ভাগ হয়ে অংশ নেয় তারা। একটি ঘর থেকে বের হয়ে ৩ টি বাধা অতিক্রম করে আবারো সেই ঘরে পৌছানোর উত্তেজনাপুর্ণ এই খেলা। হাত তালি দিয়ে এতে উৎসাহ দেন শত শত

দর্শক।

শেফালী আমিন ফাউন্ডেশনের আয়োজন দিনভর অনুষ্ঠিত হয় নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এতে অংশ নিতে পেরে ও খেলা দেখে অভিভুত শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী।

কলিম উদ্দিন বিশ্বাম একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মিম আক্তার জানান, গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নানা রকম খেলা আমাদের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমরা অনেক আনন্দ উপভোগ করছি। যা আমার খুব ভালো লাগছে।

পারদখলপুর গ্রামের বাসিন্দা আবুল কালাম জানান, অনেক দিনপর গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া গাদন বা গাদি খেলা দেখার জন্য এখানে এসেছি। খেলাটি দেখে আমি অনেক আনন্দ উপভোগ করেছি। তাই এমন সুন্দর একটি আয়োজন করায় আয়োজকদের আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। একইসাথে আগামীতে এমন আয়োজন করবেন বলে আশা করি।

শেফালী আমিন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানের আয়োজক মেজর (অব:) মাহফুজুর রহমান জানান, আলোকিত ও বিকশিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যেই আমার এই আয়োজন। আগামীতেও ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে এ ধরণের আয়োজন পর্যায়ক্রমে করা হবে বলে জানান তিনি।

দিনভর অনুষ্ঠিত নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যানেল ঝিনাইদহ ভিশনের সম্পাদক ও আনন্দ টিভির ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জাফিরুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় কলিম উদ্দিন বিশ্বাম একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিণাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আক্তার হোসেন, দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, সোনাতনপুর পুলিশ ফাড়ির ইনর্চাজ চঞ্চল হোসেনসহ শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী।

দিনভর আয়োজনের মধ্যে ছিলো দাঁড়িয়া বাধা, বৌচি, সুচে সুই পরানো, বালিশ বদল, দড়ির উপর লাফ, ভারসাম্য দৌড়, অঙ্কের দৌড়, দাবা খেলা, মোরগ লড়াইসহ নানা গ্রামীণ খেলায় অংশ নেয় কলিমউদ্দিন বিশ্বাস একাডেমিসহ ওই এলাকার ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩ শতাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। খেলা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেওয়া বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

কোটচাঁদপুরে কিশোরীদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ ও সামগ্রী বিতরণ

কিশোরীদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ ও তাদের মাঝে প্রশিক্ষন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। আজ বুধবার কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠান করা হয়।

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সম্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপ্র) রে আয়োজনে ও ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা,বিদ্যালয়ের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন । এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইরেসপো) আল-আমিন।

এ সময় ওই বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী ও প্রকল্পের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করেন অতিথিবৃন্দরা।